Sanatan Dharma

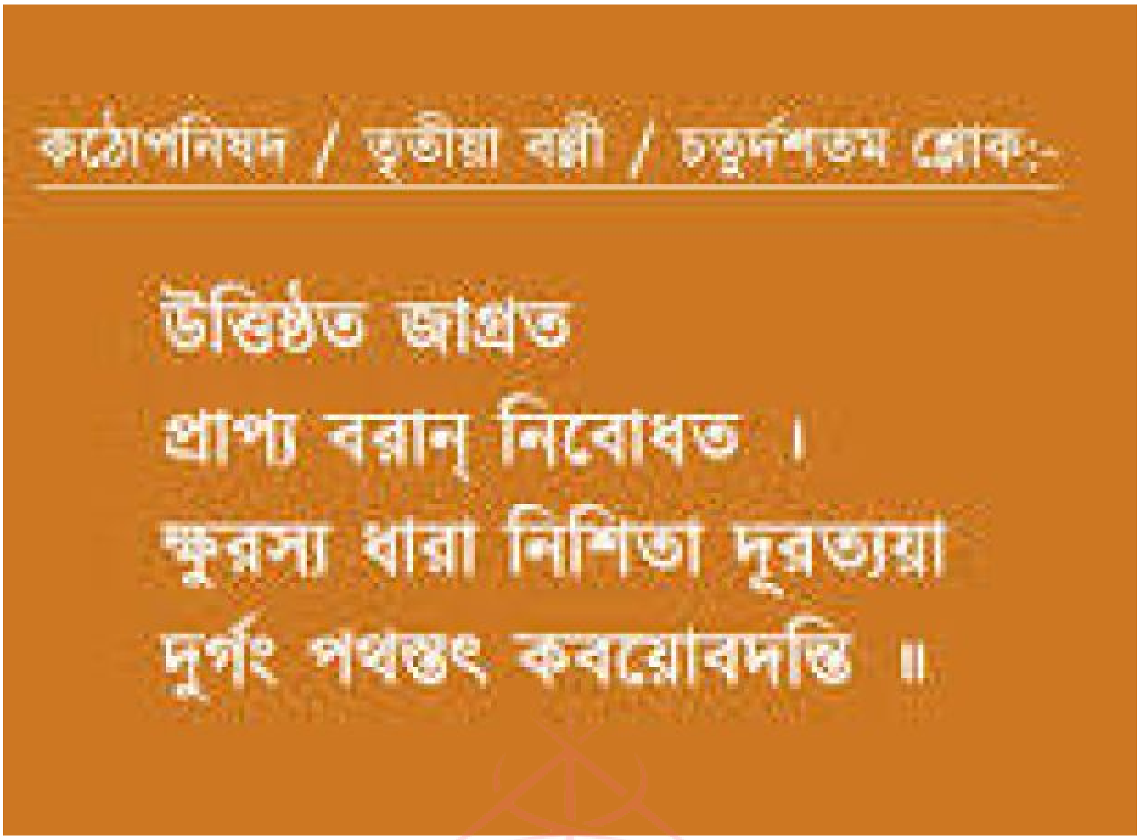

কঠোপনিষদ্ / তৃতীয়া বল্লী / চতুর্দশতম শ্লোক

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥---কঠোপনিষদ্ / তৃতীয়া বল্লী / চতুর্দশতম শ্লোক

এই মন্ত্রটির অর্থ হল "ওঠো, জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না"। এটি একটি বিখ্যাত উক্তি, যা কঠোপনিষদের মন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। (কঠোপনিষদ্ / তৃতীয়া বল্লী / চতুর্দশতম শ্লোক)

এই মন্ত্রটির বিস্তারিত অর্থ: ******
উত্তিষ্ঠত :--এর অর্থ "ওঠো" বা "জাগ্রত হও"। এটি শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই আলস্য ত্যাগ করে কর্মে রত হওয়ার আহ্বান।

জাগ্রত :--এর অর্থ "সচেতন হও" বা "জাগ্রত হও"। এটি আত্ম-উপলব্ধি এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে।

প্রাপ্য :--এর অর্থ "লাভ করে" বা "পেয়ে"। এখানে 'শ্রেষ্ঠ জ্ঞান' বা 'লক্ষ্য' কে বোঝানো হয়েছে।

বরান্ :--এর অর্থ "শ্রেষ্ঠ" বা "বরণীয়"। এটি জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে নির্দেশ করে।

নিবোধত :--এর অর্থ "জ্ঞান লাভ করো" বা "উপলব্ধি করো"। এই অংশে আত্ম-জ্ঞান ও জীবনের সত্য উপলব্ধি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া :--এর অর্থ "ধারালো ক্ষুরের ফলার মতো এই পথ"। এখানে আত্ম-উপলব্ধির পথ যে অত্যন্ত কঠিন এবং সতর্কতার সাথে চলতে হয়, তা বোঝানো হয়েছে।

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি:--এর অর্থ "এই পথকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা দুর্গম বলেন"। এই লাইনটি আত্ম-উপলব্ধির পথ যে কতটা কঠিন, তা নির্দেশ করে।

সুতরাং, এই মন্ত্রটি মূলত জীবনের পথে এগিয়ে চলা, আত্ম-উপলব্ধি লাভ করা এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের জন্য অধ্যবসায় ও সচেতনতার সাথে কাজ করার জন্য একটি শক্তিশালী আহ্বান

Published on: Jul, 20 2025 13:19